

**PUBLISHED BY
AUTOGRAPH ABP**

© 2008 Autograph ABP

Autograph ABP
Rivington Place
London EC2A 3BA

T +44 (0)20 7729 9200

E info@autograph-abp.co.uk

www.autograph-abp.co.uk

STAFF

Mark Sealy Director

Tom O Mara Deputy Director

David A Bailey Senior Curator

Indra Khanna Curator

Renée Mussai
Archive Project Manager

Emma Boyd Co-ordinator

Lois Olmstead
Limited Editions/Web Development

THE BOARD OF DIRECTORS

Professor Stuart Hall *Chair*

Peter Clack

John Dyer

Claire Glossop

Ron Henocq

Jasmine Hodge-Lake

Rosemary Miles

Mark Sealy

Mitra Tabrizian

design: eugenie@typographics.co.uk print: colchester print group

AUTOGRAPH
ABP
Bangladesh 1971
বাংলাদেশ ১৯৭১



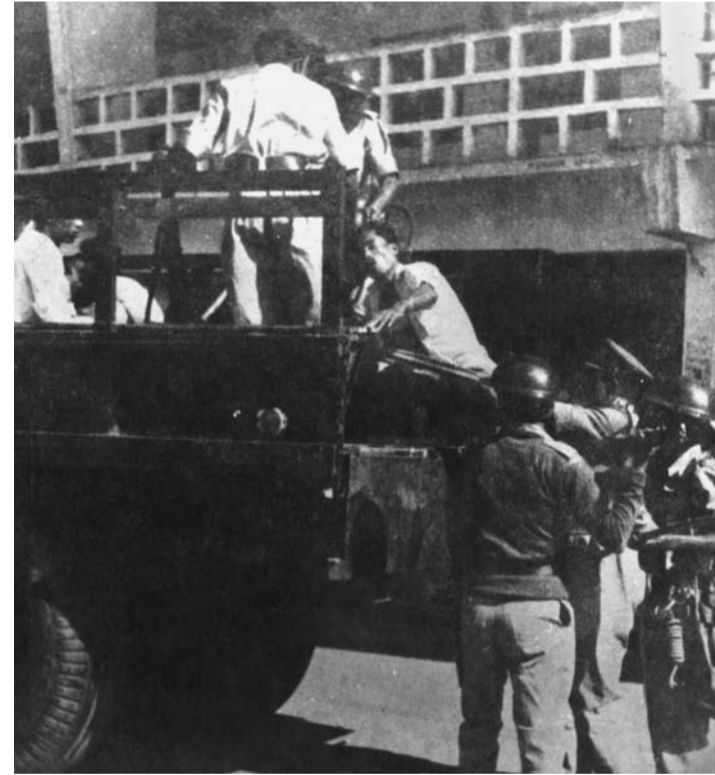
AUTOGRAPH





They had risked all to hold on to this moment in history. The scarred negatives, hidden from the military, wrapped in old cloth, buried underground, also bore the wounds of war. These photographers were the only soldiers who preserved tangible memories of our war of liberation. A contested memory that politicians fight over, in their battle for supremacy. These faded images, war weary, bloodied in battle provide the only record of what was witnessed. Nearly four decades later, they speak. *Shahidul Alam*

এই মুহূর্তটি ইতিহাসে ধরে রাখতে তারা জীবন বাজি ধরেছিল। মিলিটারি থেকে লুকিয়ে, পুরনো-ছেঁড়া কাপড়ে মুড়িয়ে মাটিচাপা দিয়ে, এই আঁচড় পড়া নেগেটিভও যুদ্ধের ক্ষত বহন করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূর্ত স্মৃতি সংরক্ষণ করতে পেরেছিল কেবল এই সংগ্রামী আলোকচিত্রীরাই। মুক্তিযুদ্ধের এই প্রতিরুদ্ধ স্মৃতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় রাজনীতিবিদরা যুদ্ধ করছে। রক্তের দাগে ভরা, যুদ্ধদীর্ন এই বিবর্ণ ছবিগুলোই সেইসব দিনের সত্যিকার সাক্ষ্য দিতে পারে। প্রায় চার দশক পরে তারা আজ উচ্চকিত। *শহিদুল আলম*



FORGETTING AND REMEMBERING THE BIRTH OF BANGLADESH

Extracts from
Scattered Memories of 1971
by Antara Datta
HIMAL South Asia

For Bangladesh, the traumatic memories of 1971 continue to haunt its very sense of identity in the same way as the memories of 1947 continually reflect on how India and Pakistan deal with each other's existence. Indeed, there is much that is similar between 1947 and 1971: both involved the dramatic and traumatic dismemberment of nations, followed by a massive migration of people, and violence that resulted in the deaths of hundreds of thousands, if not millions. As with 1971 between Pakistan and Bangladesh, India and Pakistan continue to define much of their national sense of selfhood vis-a-vis one another, with 1947 forming the traumatic backdrop.

While much has been written about the 'high politics' of 1947, for a long time there was little printed material about the human cost of the tragedy. On the other hand, there is no dearth of literature about 1971. The bookshelves of the Muktijuddho Jadughor, the Liberation War Museum in Dhaka, are overflowing with personal accounts of heroism, flight and suffering that took place during that year. But almost all of those who have written about the war were either directly involved in it, witnesses to its events, or have a vested interest in airing their opinion after the fact. Somewhat counter-intuitively, this wealth of information ends up

বিস্মৃতির অতলাস্তে বাংলাদেশের জন্মের স্মরণ

অন্তরা দত্ত,
স্ক্যাটারড মেমোরিজ অফ ১৯৭১
হিমাল সাউথ এশিয়া

১৯৭১-এর ক্ষতের স্মৃতি, বাংলাদেশের আত্ম-পরিচিতিরকে বারবারে আঘাত করে। ১৯৪৭-এর স্মৃতি প্রায় একইভাবে ভারত ও পাকিস্তানকে ভোগায়। পরস্পরের অস্তিত্ব দু'দেশের সম্পর্কে ছায়া ফেলে। ১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এ আছে সাদৃশ্য। একটি অখণ্ড দেশ নাটকীয়ভাবে, যন্ত্রণাদায়কভাবে ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে পড়ে। অগণিত মানুষ এপার থেকে ওপারে যেতে বাধ্য হয়। সহিংসতা হাজারো নয়, লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবন খানখান করে। একে অপরের বিপরীতে অবিরত জাতীয় আত্মসত্তার বোধ তৈরী করে; বাংলাদেশ পাকিস্তান যেমন ১৯৭১-এর ভিত্তিভূমিতে ভারত পাকিস্তান তেমন ১৯৪৭-এর বিক্ষত পশ্চাতপটে।

১৯৪৭-এ 'উপরতলার গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতি' নিয়ে অনেক লেখাজোখা হয়েছে। কিন্তু সেই ট্রাজেডি কতটা মানবিক মূল্য নিয়েছে, বহুকাল প্রায় কিছুই লেখা বা ছাপা হয়নি তাকে ঘিরে। ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বুকশেলফ ১৯৭১-এ নায়কোচিত যুদ্ধ ও দুর্দশার ব্যক্তিগত বিবরণে ঠাসা। যারা লিখেছেন তারা প্রায় সবাই হয় যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন, সেইসব ঘটনার সাক্ষী অথবা একাত্তর নিয়ে তাদের ভাবনার পেছনে নিগূঢ় উদ্দেশ্য লুকানো। ১৯৭১-এর তীক্ষ্ণ ও নিষ্ঠা ইতিহাস নির্মাণের প্রচেষ্টা নাটকীয়ভাবে জটিল করে তুলেছে তথ্যের এই বিশাল ভাণ্ডার। ভাবাবেগ, কল্পনা ও ফেনানো বয়ান থেকে সত্য ও বাস্তবতাকে আলাদা করা কঠিন করে তুলেছে।

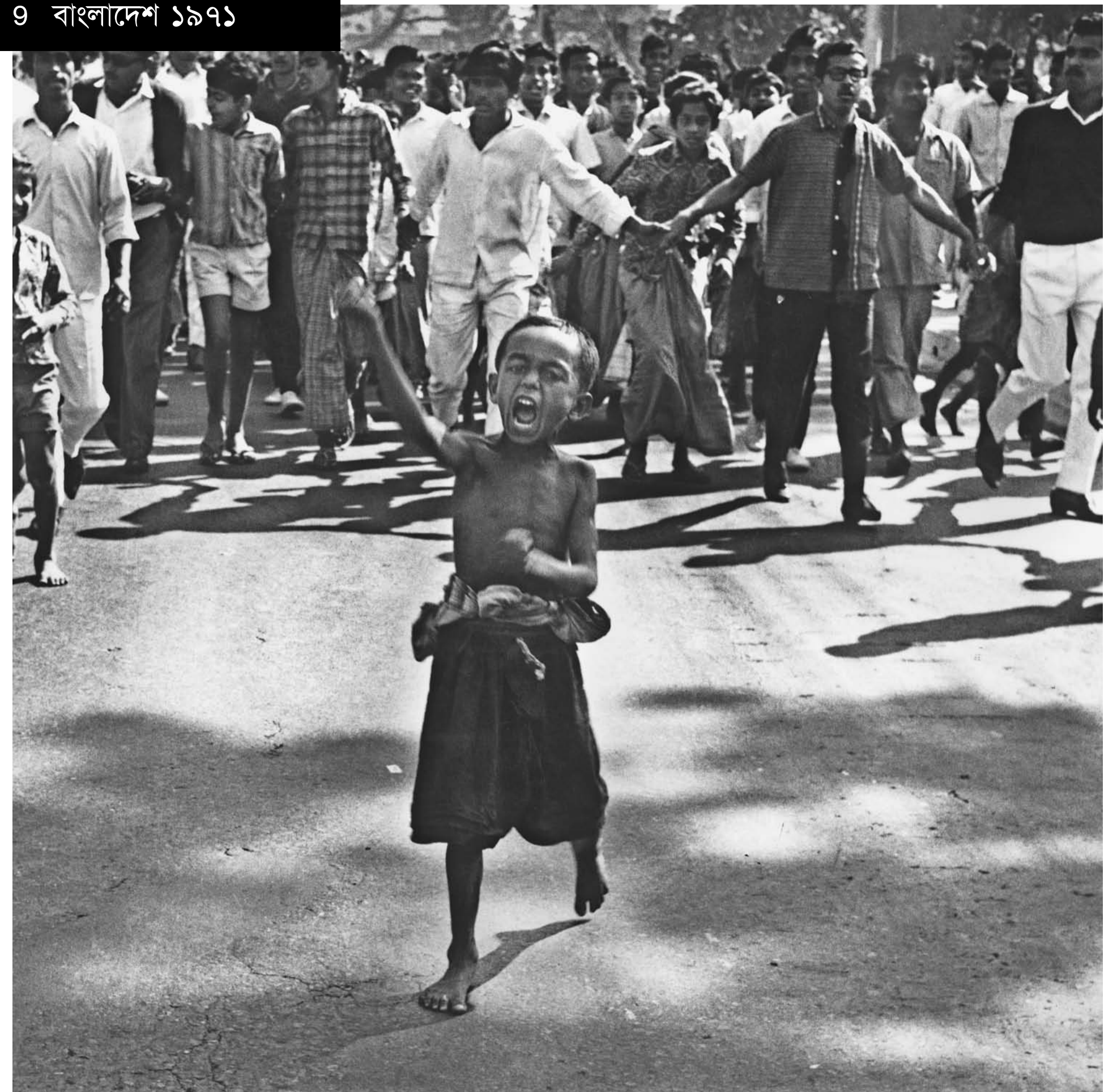


dramatically complicating the attempt to separate fact from fiction, emotion from reality, and rhetoric from 'truth' in the course of any attempt to construct a nuanced account of 1971.

With the assassination of Sheikh Mujibur Rahman in August 1975 and the coming to power of General Ziaur Rahman, the writing of history in Bangladesh took a decidedly political turn. Since then, each successive

১৯৭৫-এর আগস্টে শেখ মুজিবের হত্যা এবং জেনারেল জিয়ার ক্ষমতায় আরোহণের ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা রাজনৈতিক বাঁক নিতে শুরু করে। পরবর্তী সকল সরকার দেশের ইতিহাসের ওপর নিজ নিজ

মারকা লাগানোর পথ খুঁজেছে। এই প্রতিযোগিতায় ১৯৭১-এর প্রতিটি মুহূর্ত এখন বিতর্কিত। কে দিয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম ডাক, ভারতের সত্যিকার অবদান, অবাঙালি মুসলমান ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালি সমন্বয়ে



government has sought to impose its own stamp on the country's history. In so doing, every minute detail of the 1971 war has been hotly debated, including who issued the first cry of independence, the true part played by India, and the highly contentious role of the Razakars – the militia recruited by the West Pakistani Army consisting of non-Bengali Muslims and some pro-Pakistani Bengalis.

There is, then, a plethora of oral sources 'recounting' the events of 1971, as well as an equal variety of somewhat dubious official sources, and many bookshelves' worth of memoirs. The combined effect of this flood of information, however, leaves us with more questions than answers. For instance: What happened to those who opposed the Awami League's agenda? What of those who 'collaborated'? Who were they, and what happened to them after 1971? What of the non-Bengalis in Bangladesh, the Biharis, who for the past three and a half decades have been a stateless people?

The conflict between the reality of 1971 and the narratives that have evolved over the past three and a half decades can be seen in any number of examples. The roles of both the Mukti Bahini – the Liberation Army – and the Indian Army during the war of 1971 remain controversial to this day. Many Bangladeshi nationalists argue that the Mukti

Bahini fighters were significantly more than a mere source of irritation for the West Pakistani army, and that they had virtually won the war by the time the Indian Army stepped in to clear up the debris. While this notion may be a trifle romantic, it is in stark contrast to the memoirs of various Indian generals who argue that they used the Mukti Bahini for little more than intelligence-gathering and reconnaissance missions.

Similarly contested is the number of East Pakistani women who were raped during the chaos of 1971. There are no reliable numbers on this, and estimates vary from 3,000 to as many as 400,000. While there is no question that rapes did occur on a tragically mass scale, the issue of whether there was a systematic policy of rape is much harder to uncover. Many of the first-person narratives about 1971 – including Nilima Ibrahim's haunting *Ami Birangona Bolchhi (I Am a Heroine Speaking)* – contain accounts of rape. There exists a veil of silence over the fate of individual women; other than a few films, a PhD thesis or two, and the occasional newspaper article, this issue remains a notoriously sensitive one. Bangladesh's initial state policy was similarly confused. The new Bangladeshi state tried to incorporate these women into national life by calling them birangonas, or heroines, but simultaneously refused to grant citizenship to the children born of rape.

পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীগঠিত মিলিশিয়া তথা রাজাকারদের দৌরাভ্র-সবই আজ বিতর্কিত।

তাই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপরম্পরার ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে পাওয়া সম্ভব কেবল অজস্র কথ্য ইতিহাস, সমপরিমাণ সন্দেহজনক সরকারি উৎস আর স্মৃতিকথা ভরা অগণিত বুকশেলফ। উপচে পড়া এই মালমসলা উত্তরের চাইতে প্রশ্নের জন্মই বেশী দেয়। যেমন: আওয়ামী লীগের এজেন্ডা-বিরোধীদের ভাগ্যে কি ঘটল? কারা ছিল সেই দালালগোষ্ঠী? ১৯৭১-এর পরে তাদের কি হলো? বাংলাদেশের অবাঙালিদের কি হলো? বিহারীদের- যারা গত সাড়ে তিন দশক ধরে জাতীয়তাবিহীন?

১৯৭১-এর বাস্তবতা আর গত সাড়ে তিন দশকে গড়ে ওঠা ভাষ্যের বৈপরীত্য অজস্র উদাহরণে চোখে পড়ে। ১৯৭১-এর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় আর্মির ভূমিকা আজো অমীমাংসিত। বাংলাদেশের বহু জাতীয়তাবাদী মনে করে মুক্তিবাহিনী যখন বিজয়ের দোরগোড়ায় তখন ভারতীয় আর্মি এসে কেবল শেষ আবর্জনাটুকু সাফ করেছে। এই ধারণা কিছুটা রোমান্টিক মনে হতে পারে; এর বিপরীতে দেখি ভারতীয় জেনারেলদের স্মৃতিকথা, তারা কিন্তু এর উল্টোটাই বলেছেন। তাদের দাবী, মুক্তিবাহিনীকে তারা মূলত: গোয়েন্দা তৎপরতা ও স্কাউটিং মিশনে ব্যবহার করেছেন।

একইভাবে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের ধর্ষিত নারীর সংখ্যাও বিতর্কিত। কোন নির্ভরযোগ্য সংখ্যা নেই; বিভিন্ন হিসাবে ৩০০০ থেকে ৪০০,০০০ দেখানো হয়েছে। ধর্ষণ যে গণভাবে হয়েছে সেব্যাপারে সকলে একমত; কিন্তু প্রশ্ন হলো এটা পরিকল্পিত ছিল কিনা- যেটা উদ্ঘাটন করা কঠিনতর। বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে ধর্ষণের হিসাব পাওয়া যায়, যেমন নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাজনা বলছি'। কিন্তু ধর্ষিত কোন নারীর ভাগ্যে পরে কি ঘটল সেসম্পর্কে সকলে নিরব। কিছু চলচ্চিত্র, দুয়েকটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ বা সংবাদপত্রের প্রবন্ধের বাইরে এটি খুবই বিপদজনক প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের প্রাথমিক রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল সমানভাবে দ্বিধাম্বিত। এই নারীদের বীরাজনা নাম দিয়ে নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র জাতীয় জীবনে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু একইসাথে লক্ষণীয় যে, ধর্ষণের ফলে জন্মানো শিশুর নাগরিকত্ব অনুমোদন করেনি।

A photographic exhibition and film season that focuses on one of South Asia's most significant political events: the foundation of Bangladesh as an independent state.

1971 was a year of national and international crisis in South Asia. The history of Bangladesh is implicitly tied to the partition of India in 1947 and therefore the tragic events of 1971 are linked to Britain's colonial past. For Bangladesh, ravaged by the war and subsequent political turmoil, it has been a difficult task to reconstruct its own history. It is only during the last few years that this important Bangladeshi photographic history has begun to emerge.

Now decades after the war, Autograph ABP in collaboration with Drik presents a historical photographic overview of Bangladesh 1971 at Rivington Place.

Exhibition open to the public
4th April – 31st May 2008

This is a major documentary photographic exhibition of primarily Bangladeshi photographers that focuses on the independence struggle in 1971. The exhibition is produced in partnership with Shahidul Alam, Director of Drik, a media activist and journalist from Bangladesh. This will be the first comprehensive review in the UK of one of the most important conflicts in modern history. It is recognised that over a million people died in 266 days during the struggle for an independent Bangladesh.

UK partner
Autograph ABP

Curator
Mark Sealy, director of Autograph ABP

The exhibition is accompanied by the Bangladesh 1971 Film Season throughout April 2008 in partnership with Rich Mix and The Rainbow Film Society.

Captions for photographs

Cover
Students on the streets during the non-cooperation movement of 1970. Rashid Talukder, 1970.

Back cover
Rocket bombs left by Pakistani army at the picnic corner. Abdul Hamid Raihan, Jessore, Bangladesh, December 11, 1971.

page 2/3
Aftermath of Pakistani military strike. Photographer unknown, Bangladesh, 1971.

page 4
top A freedom fighter or 'Mukti shena' on his way to join the Liberation War. Mohammad Shafi, Jessore, Bangladesh, 1971.

bottom left During the war, female freedom fighters would smuggle grenades in baskets covered with water hyacinth. Mohammad Shafi, Bangladesh, 1971.

bottom right Student leaders arrested as they took to the streets demanding realization of Bangabandhu's 'Six Point Program'. Mohammad Shafi, Jessore, East Pakistan, 1966.

page 5
Victorious muktis returning home. Jalaluddin Haider, Bangladesh 1971.

page 6/7
Sheikh Mujibur Rahman on his return from Pakistani imprisonment. Rashid Talukder, Bangladesh, January 1972.

page 8
Beside modern weapons, primitive weaponry were also used in the Liberation War. Jalaluddin Haider, Bangladesh, 1971.

page 9
A street child leading a procession during the mass revolt of 1969. Rashid Talukder, Dhaka, East Pakistan, 1969.

page 10
top Dogs and jackals eat the body of a woman killed by the Pakistani military. Mohammad Shafi, Jessore, Bangladesh, December 1971.

bottom The Kaderia Bahini guerrillas, under command of Bangabir Kader Siddiqui, bayonet a collaborator, a 'Rajakar'. Rashid Talukder, Polton Maidan, Bangladesh, December 1971.

page 11
top Body in Rayer Bazar killing ground (Rayer Bazar Baddha Bhum). Rashid Talukder, Bangladesh, December 1971

bottom General Niazi of the occupation forces was the first to sign the document of surrender; sitting beside him was General Aurora of the Indian army. They are flanked by the Commander of the Bangladesh Air Force, A.K. Khondokar, and Indian Army officers. Aftab Ahmed, Bangladesh, December 16, 1971.



The wounds of a war run much deeper than the physical manifestations of the destruction it leaves behind. There is emotional scarring – the mental trauma of a people who have seen the unforgettable, and are haunted by their dreams. There is little doubt about the immense human tragedy that accompanied 1971. But as with 1947, such human tragedy was also accompanied by great hope and celebration; the birth of a new nation, and, for many, liberation from oppression. However, the Bangladeshi dream has not quite gone the way it was originally envisioned, and Bangladesh has spent many years under military rule up to the present day. Perhaps the final question to ponder has to do with the legacies of 1971. Do the divisions that surfaced in 1971 carry with them a portent of what is to come? And, in perhaps the bitterest of ironies, why has Bangladesh's political history, in the 37 years since independence, begun to resemble that of Pakistan?

যুদ্ধের ক্ষত কেবলই শরীরী বা বস্তুগত নয়। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ আরো গভীর ক্ষতের জন্ম দেয়। এমনসব ঘটে যা কিছুতেই ভোলা যায় না। দুঃস্বপ্নগুলো বারেবারে আমাদের তাড়া করে। একান্তরের ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় সন্দেহাতীত। তবু এর সাথেই আছে গভীর আশা আর উদ্যাপনের উপলক্ষ, ঠিক ১৯৪৭-এর মতোই: একটি জাতির জন্ম, অনেকের জন্যই পরাধীনতা থেকে মুক্তি। বাংলাদেশ পরে তার স্বপ্নের পথে হাঁটেনি, বহু বছর কেটেছে সামরিক শাসনে, এমনকি আজো। তবু শেষ প্রশ্ন সম্ভবত:-একান্তরের উত্তরাধিকার। একান্তরের বিভাজনগুলো কি আগামীরা কোন ইঙ্গিত দেয়? আর সবচে তিক্ত পরিহাস হলো-স্বাধীনতার ৩৭ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস কেন পাকিস্তানের পিছু পিছু হাঁটে।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনা – স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৯৭১ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার জন্য সমস্যাসংকুল একটি বছর। বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-এ ভারতবিভাগের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত আর তাই ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক অতীতের সাথে সম্পর্কিত। যুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে, যুদ্ধপরবর্তী রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশের পক্ষে তার ইতিহাস পুনঃনির্মাণের কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। অল্প কয়েক বছর আগে, এই এতোদিনে, বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র ইতিহাস ধীরে ধীরে সামনে আসা শুরু করে।

যুদ্ধের কয়েক দশক পরে, অটোগ্রাফ এবিপি এবং দুক যৌথভাবে একান্তরের বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক আলোকচিত্রীয় পর্যবেক্ষণের আয়োজন করেছে। লন্ডনের রিভিংটন প্লেসে।

প্রদর্শনী সকলের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত থাকবে ৪ঠা এপ্রিল থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত।

মূলত: বাংলাদেশী আলোকচিত্রীদের ১৯৭১-এর স্বাধীনতায়ুদ্ধকালীন কাজ নিয়ে একটি বৃহত্তর আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশী আলোকচিত্রী, গণমাধ্যম কর্মী ও দুকের পরিচালক শহিদুল আলমের সাথে, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতগুলোর অন্যতম একটির উপর এই প্রথম যুক্তরাজ্যে সামগ্রিক একটি উপস্থাপন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটা অবিসংবাদিত যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধের ২৬৬ দিনে ১ মিলিয়নেরও বেশী মানুষ প্রাণ হারায়।

যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ১৯৭১ নামক আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পার্টনার হচ্ছে অটোগ্রাফ এবিপি। কিউরেটর হলেন মার্ক সিয়লি, পরিচালক, অটোগ্রাফ এবিপি।

এই প্রদর্শনীর সাথে থাকছে পুরো এপ্রিল জুড়ে বাংলাদেশ ১৯৭১ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী : সহযোগিতায় – Rich Mix এবং The Rainbow Film Society।

প্রচ্ছদ
১৯৭০-এর অসহযোগ আন্দোলনে রাজপথে শিক্ষার্থীরা। রশিদ তালুকদার, ১৯৭০।
পিছনের প্রচ্ছদ
পিকনিক স্পর্শেরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া রকেট বোমা। আবদুল হামিদ রায়হান, যশোর, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১১, ১৯৭১।
পৃ. ২/৩
পাকিস্তানি আক্রমণের রেখে যাওয়া চিহ্ন।, বাংলাদেশ। ১৯৭১।
পৃ. ৪
উপরে: মুক্তিযুদ্ধের পথে মুক্তিসেনা। মোহাম্মদ শফি, যশোর, বাংলাদেশ। ১৯৭১।
নিচের বামে: যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধা নারী কচুরিপানা দিয়ে ঢাকা গ্রেনেড বুদ্ধিতে পাচার করছে। মোহাম্মদ শফি, বাংলাদেশ। ১৯৭১।
নিচের ডানে: বঙ্গবন্ধুর 'হয়দক্ষা দাবী' বাস্তবায়নে পথেঘাটে আন্দোলনরত নেতৃস্থানীয় শিক্ষার্থীদের আটক করা হয়েছে। মোহাম্মদ শফি, যশোর, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৬৬।
পৃ. ৫
বাঁড়ি ফিরছে বিজয়ী মুক্তিবাহিনী। জালালুদ্দিন হায়দার, বাংলাদেশ ১৯৭১।
পৃ. ৬/৭
পাকিস্তানি বন্দিভুক্ত থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তন। রশিদ তালুকদার, জানুয়ারি, ১৯৭২।
পৃ. ৮
আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদের সাথে স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্র ও ছিল মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার। জালালুদ্দিন হায়দার, বাংলাদেশ, ১৯৭১।
পৃ. ৯
১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বে টোকাই শিঙ। রশিদ তালুকদার, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৬৯।
পৃ. ১০
উপরে: কুকুর ও শেয়ালের বাবার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যা করা নারীর শরীর। মোহাম্মদ শফি, যশোর, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৭১।
নিচে: 'রাজাকার'-এর উপর বর'গহস্ত বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনী। রশিদ তালুকদার, পল্টন ময়দান, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৭১।
পৃ. ১১
উপরে: রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে গণিত শরীর। রশিদ তালুকদার, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৭১।
নিচে: আত্মসমর্পনের দলিলে প্রথম স্বাক্ষর করেন দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজী; পাশে উপবিষ্ট ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল অরোরা। তাদেরকে ঘিরে আছেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কমান্ডার এ. কে. খন্দকার ও ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাগণ। আফতাব আহমেদ, বাংলাদেশ, ১৬-ই ডিসেম্বর ১৯৭১।